রাজধানীর ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে অবৈধ পার্কিং এর সচিত্র প্রতিবেদন

ভূমিকাঃ

ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যত্রতত্র অবৈধভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং করায় রাস্তার জায়গা সংকুচিত হয়, যা যানজট সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঢাকার ব্যস্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিপনীকেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন ভবনের সামনে গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। এর ফলে যানজট সৃষ্টির পাশাপাশি হেঁটে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। কোন কোন রাস্তায় ফুটপাতে গাড়ি পার্কিংরত অবস্থায় দেখা যায়। রাস্তাঘাটের এ ধরনের অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা হলে রাস্তা এবং ফুটপাত হবে গাড়িমুক্ত এবং মানুষ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে।

রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা সাত মসজিদ রোড এর ব্যতিক্রম নয়। শংকর বাস স্ট্যান্ড থেকে জিগাতলা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ১.৫ কিলোমিটার রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি পার্কিং দেখতে পাওয়া যায়। এ সড়কের ফুটপাতগুলো যেভাবে তৈরি তা পথচারীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। ফুটপাতগুলো প্রশস্ত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য র‌্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এ সুবিধার অপব্যবহার করছে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারকারীরা। রাস্তার পাশে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি পার্কিং এর পাশাপাশি তারা ফুটপাতসমূহকেও এর জন্য ব্যবহার করছে। ফলে ফুটপাতের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না এবং পথচারীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।..............

ফুটপাতে খুঁটি (bollard) দিয়ে গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন ওঠা প্রতিহত করা সম্ভব

সুষ্ঠু গণপরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাতায়াত নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করা সম্ভব

Work for a Better Bangladesh Trust

শংকর বাসস্ট্যান্ড থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত অবৈধ গাড়ি পার্কিং এর বর্তমান অবস্থা ম্যাপ এবং চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল। ম্যাপিং এর সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ রাস্তাটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টার কাবাব বাস স্ট্যান্ড, দ্বিতীয় অংশ স্টার কাবাব থেকে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড এবং তৃতীয় অংশ ধানমন্ডি ১৫ নম্বর থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। পাশাপাশি পার্কিং ব্যবস্থাপনায় সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

মানচিত্র-১: গুগল আর্থে শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পর্যবেক্ষণকৃত সম্পূর্ণ এলাকা

*হলুদ চিহ্ন দ্বারা পার্কিং পয়েন্ট বোঝানো হয়েছে

১ম অংশ: শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টার কাবাব বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং চিত্র:

শঙ্কর থেকে স্টার কাবাব পর্যন্ত মোট ৫ টি পয়েন্টে অধিক পরিমাণে গাড়ি পার্কিংরত অবস্থায় দেখা যায়।

মানচিত্র-২: গুগল ম্যাপে শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টার কাবাব বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত

লাল চিহ্ন দ্বারা অধিক গাড়ি পার্কিং বোঝানো হয়েছে

কমলা চিহ্ন দ্বারা তুলনামূলক কম পার্কিং বোঝানো হয়েছে

ছবি-১: শঙ্কর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তায় এবং ফুটপাতে ২ সারি গাড়ি পার্কিং

ছবি ২: রেইনবো হার্ট লিমিটেড এর সামনে ফুটপাতে এবং রাস্তায় গাড়ি পার্কিং

ছবি ৩: ধানমন্ডি পার্টি সেন্টারের সামনের রাস্তা এবং ফুটপাতের সংযোগস্থলে গলি রাস্তার মুখে গাড়ি পার্কিং

ছবি ৪: স্টার কাবাব এন্ড বেকারীর সামনে নো পার্কিং সাইন থাকা স্বত্ত্বেও গাড়ি পার্কিং

ছবি ৫: সাত মসজিদ রোডে অগ্রণী ব্যাংকের সামনে নো পার্কিং জোনে গাড়ি পার্কিং,
যদিও সেখানে পার্শ্ববর্তী ভবনে পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে

২য় অংশ: স্টার কাবাব বাসস্ট্যান্ড থেকে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত অংশে গাড়ি পার্কিং চিত্র:

স্টার কাবাব থেকে ধানমন্ডি ১৫ পর্যন্ত মোট ৬ টি পয়েন্টে অধিক পরিমাণে গাড়ি পার্কিংরত অবস্থায় দেখা যায়।

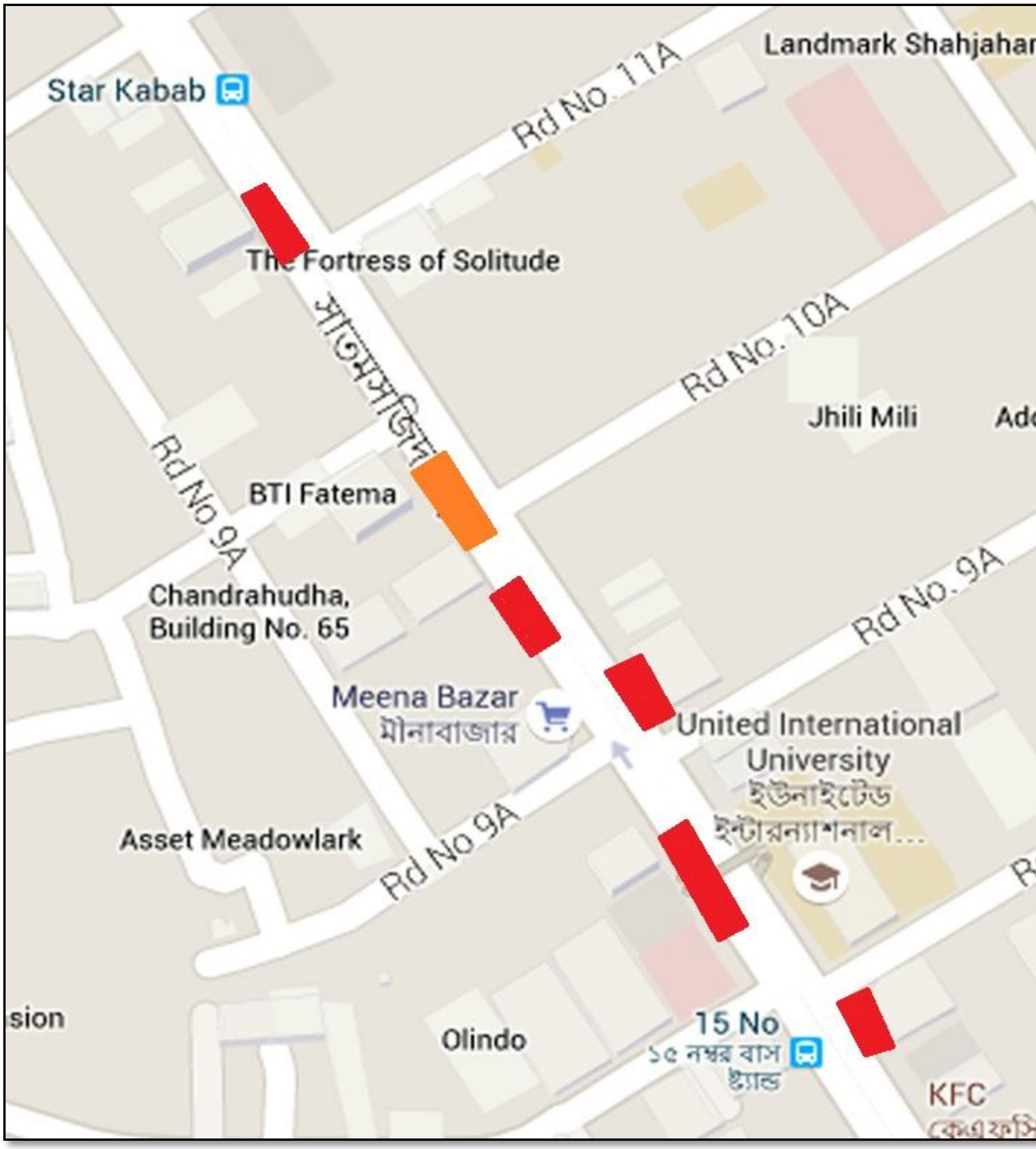

মানচিত্র ৩: গুগল ম্যাপে স্টার কাবাব বাসস্ট্যান্ড থেকে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত

লাল চিহ্ন দ্বারা অধিক গাড়ি পার্কিং বোঝানো হয়েছে

কমলা চিহ্ন দ্বারা তুলনামূলক কম পার্কিং বোঝানো হয়েছে

ছবি ৬: অ্যাবাকাস রেস্টুরেন্টের সামনে ২ সারিতে গাড়ি পার্কিং

ছবি ৭: স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সামনে ফুটপাতে পার্কিং

ছবি ৮: শর্মা কিং এর সামনে গাড়ি পার্কিং

ছবি ৯: ইবনে সিনা'র সামনে ফুটপাতে গাড়ি পার্কিং

ছবি ১০: সাতমসজিদ রোডে ওভারব্রিজের নিচে গাড়ি পার্কিং (ইউআইইউ এর বিপরীতে)

ছবি ১১: আলমাস সুপার শপের সামনে গাড়ি পার্কিং

<u>৩য় অংশ: ধানমন্ডি ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং চিত্র:</u>

ধানমন্ডি ১৫ নম্বর থেকে জিগাতলা পর্যন্ত মোট ৬ টি পয়েন্টে অধিক পরিমাণে গাড়ি পার্কিংরত অবস্থায় দেখা যায়।

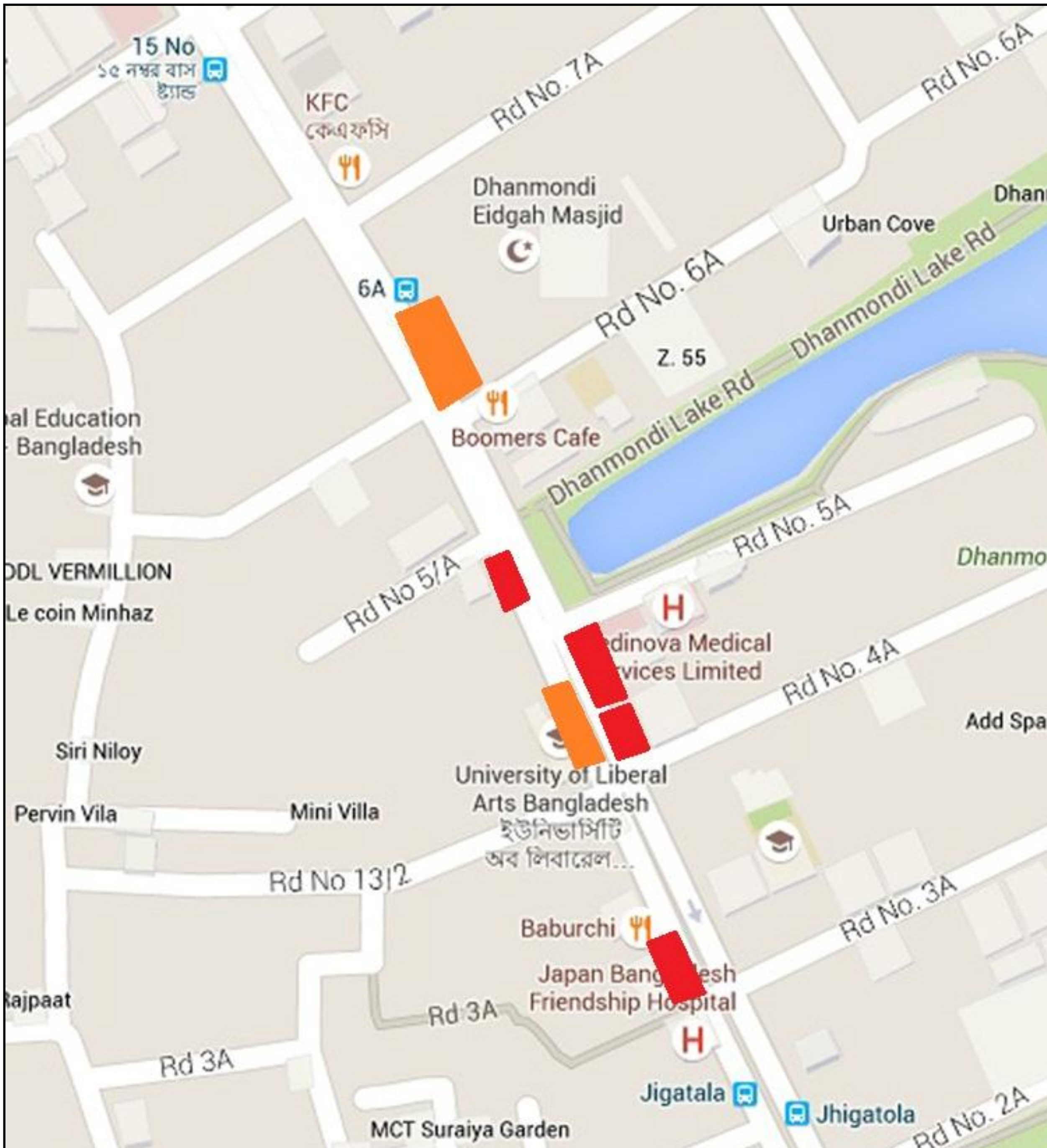

মানচিত্র ৪: গুগল ম্যাপে ধানমন্ডি ১৫ নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড

লাল চিহ্ন দ্বারা অধিক গাড়ি পার্কিং বোঝানো হয়েছে

কমলা চিহ্ন দ্বারা তুলনামূলক কম পার্কিং বোঝানো হয়েছে

ছবি ১২: দি মেডিকেল সেন্টারের সামনে গাড়ি পার্কিং

ছবি ১৩: বিকল্প টাওয়ারের সামনে গাড়ি পার্কিং

ছবি ১৪: মেডিনোভা হাসপাতালের সামনে রাস্তায় এবং ফুটপাতে গাড়ি পার্কিং

ছবি ১৫: নর্দান ইউনিভার্সিটির সামনে ফুটপাতে এবং রাস্তায় গাড়ি পার্কিং

ছবি ১৬: ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস এর সামনে গাড়ি পার্কিং

ছবি ১৭: জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হসপিটালের সামনে নো পার্কিং জোনে গাড়ি পার্কিং

অবৈধ পার্কিং বন্ধে আমাদের সুপারিশসমূহ:

আইন ও নীতিমালা:

- যথাযথভাবে পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- ঢাকা মহানগরী পুলিশ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর ধারা ৬৬, ৬৭ এর যথাবিধ প্রয়োগ। ধারা ৬৬ এবং ৬৭ তে আছে:
  - ধারা ৬৬ ঃ ভুল স্থানে গাড়ী দাঁড়াইয়া রাখার শাস্তি ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানের এমন কোন অংশে কোন গাড়ী রাখিয়া যায় বা গাড়ী থামাইয়া রাখে, যেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়া রাখা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নিষিদ্ধ, তবে সেই ব্যক্তি একশত টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।
  - ধারা ৬৭ ঃ পায়ে চলা পথ বন্ধ করার শাস্তি ঃ কোন ব্যক্তি যদি পায়ে চলার পথে প্যারাসুলেটার ভিন্ন কোন গাড়ী উক্ত পায়ে চলা পথে আড়াআড়ি ভাবে বা পথের উপরে থাকে তবে সেই ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে দন্ডনীয় হইবে ।
- মোটরযান আইন ১৯৮৩ এর ধারা ১৫৭ প্রয়োগ। ধারা ১৫৭ তে রয়েছে:
  - ধারা-১৫৭ ঃ প্রকাশ সড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য সড়কে বা প্রকাশ্য স্থানে মোটর গাড়ী রাখিয়া উহা মেরামত করাইলে অথবা বিক্রয়ের জন্য সেখানে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ বা অন্য কোন জিনিস রাখিলে যদি যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সে এই ধারানুযায়ী সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা জরিমানা হইবে এবং সেই মোটরগাড়ী বা এর যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত হইবে।
- সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এর ধারা তৃতীয় তফসিল ধারা ১৯.১ প্রয়োগ। এতে আছে:
  - ১৯.১ পথচারী যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহার নিরাপদ ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।
- সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা ২০১৩ এর ধারা ৫.১.১, ৫.১.২, ৫.১.৩, ৫.১.৪ এর যথাযথ প্রয়োগ। ধারাগুলোতে আছে:
  - ধারা ৫.১.১: 'পথচারীর অগ্রাধিকার' (Pedestrian First) কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নগর এলাকায় ফুটপাথ হতে অননুমোদিত জবরদখলকারীদের উচ্ছেদকরণ।
  - ধারা ৫.১.২: সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
  - ধারা ৫.১.৩: প্রশস্ত ফুটপাতের সুযোগ সৃষ্টিসহ পথচারীবান্ধব সড়ক নির্মাণ।
  - ধারা ৫.১.৪: ফুটপাথের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ।

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা:

- প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পার্কিং চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পার্কিং এর জন্য স্থান ও সময় অনুসারে অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- একদিন জোড় সংখ্যা এবং অন্যদিন বেজোড় সংখ্যার লাইসেন্স অনুযায়ী প্রাইভেট গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করা।
- পার্কিং নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ।
- পার্কিং হতে প্রাপ্ত অর্থ হাঁটা, সাইকেল, রিকশা ও পাবলিক পরিবহণে চলাচলের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যয় করা।
- পাবলিক পরিবহন, জ্বালানীমুক্ত যান ও পথচারীদের সুবিধা বৃদ্ধি করা।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে প্রাইভেট গাড়ির পরিবর্তে পাবলিক পরিবহনের ব্যবস্থা করা।
- নগরের ব্যস্ততম এলাকায় প্রাইভেট গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে কনজেশন চার্জগ্রহণ করা।
- প্রাইভেট কারের লাইসেন্স সীমিত করা।
- প্রধান এবং ব্যস্ত সড়কগুলোতে গাড়ি পার্কিং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।
- গলির রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং চার্জ এর বিনিময়ে গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর উচ্চ হারে পার্কিং চার্জ প্রযোজ্য হতে পারে। পার্কিং এর ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি করতে হবে।
- নো পার্কিং সাইন মানা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।

নকশা এবং অবকাঠামো:

- প্রাইভেট গাড়ি নির্ভর অবকাঠামো নির্মাণ না করা।
- ফুটপাতে গাড়ি পার্কিং বন্ধ করার জন্য ফুটপাতে র‍্যাম্পে খুঁটি (Bollard) দেয়া।

সচেতনতা:

- নো পার্কিং সাইন দেয়া।
- বিনামূল্যে পার্কিং বন্ধ করা ও অবৈধ পার্কিং এর জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা।
- অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে লিফলেট ক্যাম্পেইন করা।
- অবৈধভাবে পার্কিং করা গাড়িতে পার্কিং বিরোধী স্টিকার লাগানো।
- মিডিয়াতে অবৈধ পার্কিং এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো।

ফুটপাতে হকারদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা হয়ে উঠতে পারে দৃষ্টি নন্দন এবং পথচারীদের জন্য নিরাপদ, আকর্ষণীয় ও স্বচ্ছন্দময়।

খুঁটি (bollard) দেয়ার মাধ্যমে ফুটপাতে এবং সড়কে গাড়ি প্রবেশ রোধ সম্ভবএবং তা একই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য সুবিধাজনক।

পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী: নাঈমা আকতার, সহকারি এডভোকেসি অফিসার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
ক্যামেরা সহযোগিতা: আবু রায়হান
পরামর্শ ও কারিগরি সহযোগিতায়: মারুফ হোসেন, ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট